মৃত্যুদন্ড নিষিদ্ধ করুন

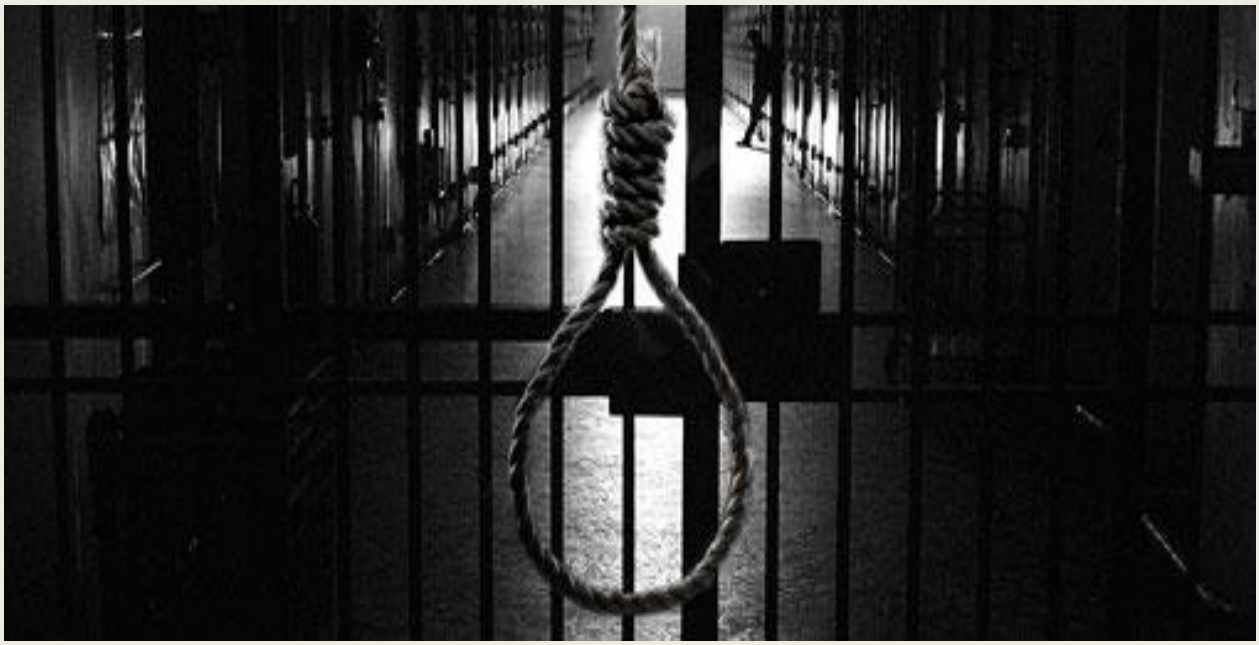

আইএফডি'র পাঠকরা জানেন যে, মৃত্যুদন্ডের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান হল, আমরা মৃত্যুদন্ডের বিরোধী হলেও মৃত্যুদন্ডের আইনকে বহাল রেখেই আমরা মানুষকে ক্ষমাশীলতা শিক্ষা দেয়ার পক্ষপাতী। আমরা মনে করি, দেশের সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে এই ধরনের ক্ষমাশীলতার চর্চার প্রয়োজন রয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি, দেশের জাতীয় জীবনে এই ধরনের ক্ষমাশীলতা চর্চার কারণে ভবিষ্যতে গণতন্ত্র বিকশিত হবে, আইনের শাসন মজবুত হবে, এবং মানুষ একে অপরকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে। এখানে উল্লেখ্য, ইসলাম ধর্মে দোষী কিংবা নির্দোষ যে কোন মানুষের জীবন বাঁচানোকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

কিন্তু আমাদের এখন মনে হচ্ছে, বাংলাদেশ এখনো এই ধরনের একটি চর্চার জন্য প্রস্তুত নয়। তাই পরিস্থিতির কারণে এই বিষয়ে আমরা আমাদের অবস্থান পরিবর্তন করছি।

মৃত্যুদন্ডকে মহান আল্লাহপাক বৈধতা দিয়েছেন। তাই আমাদের স্পর্ধা নেই কোন কার্যকারণ ছাড়াই এমন একটি বৈধ বিষয়কে অবৈধ বলে গণ্য করা। কিন্তু পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক সময়ের দাবিতে পরিস্থিতির কারণে একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয়ে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তনের সুযোগ উন্মুক্ত রেখেছেন। একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয়ে এই ধরনের অবস্থান পরিবর্তনকে ইসলামিক আইনে ***ইসতিহসান*** নামে অভিহিত করা হয়।

পবিত্র কোরআনের যে আয়াতগুলি এর স্বপক্ষে পেশ করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল সুরা আজ-জুমারের ১৮ নং আয়াত, যেখানে আল্লাহপাক বলেছেন, *"....অতএব আমার বান্দাদের কাছে সুসংবাদ জানিয়ে দিন, যারা বাণী শ্রবণ করে এবং তার মধ্যে সেরাগুলো অনুসরণ করে, তাদেরকে আল্লাহ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং তারা জ্ঞানী।"*

একই সুরার ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেন, *"... তোমাদের উপর রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে সেরাগুলো অনুসরণ কর, তোমাদের উপর হঠাৎ করে আজাব আসার আগেই যা তোমরা বুঝতে পারবে না।"*

উপরের দুটি আয়াত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আল্লাহপাক আমাদেরকে তার দিকনির্দেশনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে সেরাগুলি বেছে নিতে বলেছেন, অথচ এই দিকনির্দেশনাগুলির মধ্যে কোনগুলি সেরা, সেই ব্যাপারে কোন কিছু খুলে বলেননি। এর অর্থ হল, আল্লাহপাক মানবজাতিকেই দায়িত্ব দিয়েছেন এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার।

ইসলামের ইতিহাসে এই ধরনের অনেক নজির রয়েছে যেখানে সময়ের তাগিদে একটি প্রতিষ্ঠিত আইনকে সাময়িকভাবে রহিত করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে উদাহরণটি উল্লেখ করা হয়, তা সংঘঠিত হয়েছিল খলিফা উমরের (রঃ) শাসনামলে।

তার সময়ে একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, এবং দুর্ভিক্ষের কারণে অভাবের তাড়ণায় মানুষের মধ্যে চৌর্যবৃত্তির প্রবণতা দেখা যাবে, তা উপলব্ধি করে খলিফা উমর (রঃ) চৌর্যবৃত্তির জন্য আলাহর নির্ধারিত শাস্তি সাময়িকভাবে রহিত করেছিলেন। তার কাছে মনে হয়েছিল এমন একটি পরিস্থিতিতে এই ধরনের একটি শাস্তি প্রদান হবে ন্যায়বিচারের পরিপন্থি।

আমরা আজকে একই ধরনের যুক্তির অনুসরণ করে জীবন বাঁচানোর জন্য মৃত্যুদন্ডের বিধানকে সাময়িকভাবে রহিত করার দাবি জানাচ্ছি।

এই বিষয়ে আমরা যদি কোন ভুল করে থাকি, তাহলে আল্লাহপাক আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। তিনি ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।

আইডিয়াস ফর ডেভলপমেন্ট (আইএফডি)
www.ideasfd.org
মে ৬, ২০১৬

[পুনশ্চঃ এটি আমাদের নিজস্ব মতামত, কোন ধর্মীয় ফতোয়া নয়। যে কোন বিষেশজ্ঞ পবিএ কোরআন এবং সুন্নাহর আলোকে আমাদের এই অবস্থানের বিরোধীতা করতে পারেন]